বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮
PRIME MINISTER GOLD MEDAL 2018

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৩ ফাল্গুন ১৪২৬
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) দেশের কৃতী শিক্ষার্থীদের 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। একইসঙ্গে এ মহতী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে ইউজিসি গঠন করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তদারকির পাশাপাশি মৌলিক গবেষণাসহ উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণার কোন বিকল্প নেই। বিষয়টির সর্বোচ্চ গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ১৭২ জন মেধাবী শিক্ষার্থী এ বছর 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' পাচ্ছে। আমি মনে করি জাতির সেরা মেধাবী সন্তানরা তাদের মেধা, মনন ও প্রজ্ঞা দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে নতুন উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করবে।

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা খুবই জরুরি। দেশের উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকল্পে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমি আশা করি সরকারের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ইউজিসি ও অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উন্নীত হবে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠুক, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাক এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে শিক্ষার্থীরা দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করুক-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মেধাবী ও কৃতী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মেধা বিকাশ ও উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের অগ্রযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এ ধরনের কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

'শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, বিস্তার, সম্প্রসারণ, যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা, উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রদান, ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নির্দেশনায় ২০১০ সালে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন, বছরের প্রথম দিনে সকল শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়ে আনা, দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সরকারের সে উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য উচ্চশিক্ষার কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ এর বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে দেশের উচ্চশিক্ষা সুসংহত হবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে রূপকল্প ঘোষণা করেছেন তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে। আসুন মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এ বছর আমরা আমাদের কথা বার্তায়, আচার আচরণ ও কর্মে সমমর্মিতাকে আমাদের পাথেয় করে তুলি। মুজিব বর্ষে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এক অনন্য বাংলাদেশ।

আমি 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. দীপু মনি, এমপি

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০
১৩ ফাল্গুন ১৪২৬

বাণী

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে। এ মহতী অনুষ্ঠানে দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ১৭২ জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' গ্রহণ করবেন। মেধার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে ইউজিসি'র 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' প্রদানের আয়োজন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থী, তাদের গর্বিত অভিভাবকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণদক-২০১৮ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্ববোধ করছি।

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষা অপরিহার্য। উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো নতুন জ্ঞান সৃজন, ধারণ ও তা সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণের মাধ্যমে বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারে সম্পৃক্ত হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূতিকাগার। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞান-মনস্ক, যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তাদীপ্ত-মানস গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতাব্দীতে আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে টিকে থাকা এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের বিস্তার, সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন, উৎকর্ষ এবং আন্তর্জাতিকীকরণে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষার শীর্ষ সংস্থা হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে।

আমি 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮ প্রসঙ্গে

উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি দেশ ও জাতিকে মেধাসম্পন্ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। এজন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সম্প্রসারণ ও তার মানোন্নয়ন অপরিহার্য। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সম্প্রসারণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং একটি মেধাসম্পন্ন ও জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জাতি গড়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে অর্থাৎ প্রথম বিজয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নং আদেশে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ প্রাধ্যান্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা জাতির সামনে তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক অনন্য উদ্যোগ এবং এটি তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনারই ফসল। এই আদেশের ৪(১) নং অনুচ্ছেদ এবং ১৯৯৮ সালের সংশোধনী মোতাবেক একজন চেয়ারম্যান, পাঁচজন পূর্ণকালীন সদস্য এবং নয়জন খণ্ডকালীন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত কমিশন উচ্চশিক্ষার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সূচনালগ্ন থেকেই দেশের উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষসাধনে সরকারকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে আসছে। খণ্ডকালীন সদস্যগণ হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের মধ্য থেকে আবর্তনক্রমে তিনজন এবং এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পর্যায়ক্রমে তিনজন ডিন/প্রফেসর এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য (শিক্ষা সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি)।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ, সরকার থেকে তহবিল মঞ্জুর এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে চাহিদা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান, নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ প্রদান এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন নির্দেশনাসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড তদারকি করাও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। উল্লেখ্য যে, ইউজিসি শুরুতে ৪টি বিভাগের মাধ্যমে দেশের ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় কর্মকাণ্ড দেখাশুনা করতো। কালের পথপরিক্রমায় এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এমন পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক। এ বিপুল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি বা পর্যবেক্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল ও শক্তিশালী অবকাঠামো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্মপরিধিও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশন বর্তমানে ১০টি বিভাগের মাধ্যমে এই বিপুল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কমিশনের প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা হয়। তাছাড়া এ বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সরকারি বিধিবিধানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নিরূপণ ও তদানুযায়ী আর্থিক বরাদ্দের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কমিশনের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিও অর্থ ও হিসাব বিভাগ করে থাকে। এছাড়া এ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার। বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার মানস গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবদিগন্তের উন্মোচন এবং দেশ ও জনকল্যাণে আবিষ্কৃত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ। এ দুরূহ কাজটি সম্পাদন করে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশন। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ গ্রান্ট (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণার জন্য আর্থিক অনুদান), পিএইচডি ফেলোশিপ, পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ, দেশের অভ্যন্তরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বৃত্তি প্রদান, ইউজিসি মেধাবৃত্তি, জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি, অন্ধ বৃত্তি, ইউজিসি প্রফেসরশিপ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি। এ বিভাগের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে ইউজিসি গবেষণা সহায়ক ফান্ডের জন্য অনলাইন আবেদন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণের উচ্চতর গবেষণায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছে কমিশন। গবেষকদের গবেষণা কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক এবং ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছে। হায়ার এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (হেমিস)-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যাবতীয় হালনাগাদ তথ্যাদি সংগ্রহ করা তাছাড়াও কমিশনের আইএমসিটি বিভাগের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। কমিশনের স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং এন্ড কোয়ালিটি এসিউরেন্স বিভাগ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আইকিউএসি স্থাপন এবং স্ট্রাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ২০১৮-২০৩০ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জনসংযোগ ও তথ্য অধিকার বিভাগ কমিশনের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ বিভাগের মাধ্যমে ইউজিসি ও দেশের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ইতোমধ্যেই এ বিভাগ থেকে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে ই-শুভেচ্ছা কার্ড ও ই-ক্লিপিংস চালু করা হয়েছে। কমিশনের জেনারেল সার্ভিসেস এন্ড এস্টেট বিভাগ ইউজিসি'র ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অফিস সামগ্রি সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাহিদা মোতাবেক সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প' (HEQEP) কমিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ২০০৯ সালে গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় Academic Innovation Fund (AIF), Building Institutional Capacity of UGC and Universities, Bangladesh Research and Education Network (BdREN), UGC Digital Library (UDL), Quality Assurance Unit (QAU), Higher Education Management Information System (HEMIS) ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-গবেষক ও পরিকল্পনাবিদগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। Academic Innovation Fund এর আওতায় দেশের প্রথমবারের মতো University-Industry Collaboration প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান দেশে শিল্পোন্নয়নে অবদান রেখে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে কমিশন আশা করছে।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে 'College Education Development Project (CEDP)' নামে পনের বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো এবং দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য আনুমানিক ৮০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের জন্য মহান জাতীয় সংসদে পাসকৃত বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল প্রণয়নে ইউজিসি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। বর্তমান সরকারের শিক্ষাবান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে শিক্ষায় একদিকে যেমন বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে গবেষণা খাতের বরাদ্দও দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে তথ্য ও যোগাযোগ, প্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, টেক্সটাইল ইত্যাদিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটেছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নে অধিকতর মনোনিবেশ তথা ভালো ফলাফল অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' প্রদান অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয়। ২০০৫ সালে প্রথমবারের মতো ৫৭ জন শিক্ষার্থীকে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়। প্রথমে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে নীতিমালা সংশোধনীপূর্বক এ পদকের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর আলোকে স্থায়ী সনদপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বছর ১৭২ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৭০ জন এবং ২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ জন শিক্ষার্থী পদক গ্রহণ করছেন। ইউজিসি'র এ ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৮ অনুষ্ঠানের আয়োজনও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে এক নতুন সংযোজন এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক মাত্রা যোগ করেছে।

উল্লিখিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এপর্যন্ত কমিশনের কর্মপরিধি এবং দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির তুলনায় গত এক যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই গতি অব্যাহত থাকলে আশা করা যাচ্ছে, সরকার ঘোষিত ২০২১, ২০৩০ ও ২০৪১ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

উচ্চশিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ ফাল্গুন ১৪২৬
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ১৭২ জন মেধাবী ও কৃতী শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী, তাঁদের গর্বিত অভিভাবক এবং আয়োজক প্রতিষ্ঠানসহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই একটি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষার উন্নয়নে ১৯৭২ সালেই কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা শিক্ষাখাতের প্রসার ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণয়ন করেছি এবং তা বাস্তবায়ন করছি। শিক্ষানীতিতে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানবিকবোধসম্পন্ন ও আলোকিত মানুষ সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে জবাবদিহিতা, সুশাসন ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আমরা ২০১০ সালে প্রথম একটি যুগোপযোগী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করি। গত এগার বছরে আমাদের সরকারের উদ্যোগে এরোস্পেস, মেরিটাইম, প্রযুক্তি, কৃষি, চিকিৎসা, টেক্সটাইল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে। ১৯৭৩ সালে মাত্র ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে দেশে ১৫০টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে আমাদের সরকার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে Institutional Quality Assurance Cell প্রতিষ্ঠা এবং Strategic Plan for Higher Education বাস্তবায়ন করছে। এজন্য Bangladesh Accreditation Council গঠন করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে কোর্স-কারিকুলাম আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। আমরা গবেষণা খাতে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছি। উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছি। নারী শিক্ষা উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যাতে স্থান করে নিতে পারে, সেজন্য উচ্চশিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, শিক্ষা জীবন শেষে কৃতী-শিক্ষার্থীসহ সকলেই কর্মজীবনে নিজেদের মেধা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ ও জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একবিংশ শতাব্দির বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবো।

আমি 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০
১৩ ফাল্গুন ১৪২৬

বাণী

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিবারের ন্যায় 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ১৭২ জন মেধাবী শিক্ষার্থী এবছর প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক গ্রহণ করবে। কমিশনের এ উদ্যোগ উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও জ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করবে। আমি প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থীসহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে শিক্ষার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। পরিবর্তনশীল এ পরিস্থিতির সাথে নিজেদের তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাকে উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকার এ খাতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্থাপন করা হচ্ছে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ও। মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশনা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সম্মিলিত উদ্যোগে এবারই প্রথম ৭টি কৃষি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি লাঘবে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নানামুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ইউনিফর্মড ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এবং ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এটি বাস্তবায়িত হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে হাই স্পিড ইন্টারনেট সেবা ও ওয়াইফাই-এর আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইনোভেশন ও স্টার্টআপে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। এসডিজি'র গোল-৪ এর লক্ষ্য পূরণে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কারিকুলাম আধুনিকায়নের জন্য সরকার কাজ করছে। বর্তমান সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়ের একাডেমিক মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে জবাবদিহি, সুশাসন ও গতিশীলতা আনয়নে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আমি 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক দেশের কৃতী শিক্ষার্থীদেরকে মেধা বিকাশ ও অধ্যয়নে অধিক উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ১৭২ জন মেধাবী শিক্ষার্থী এ বছর 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক' গ্রহণ করবেন। আমি পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে হলে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিপূর্বক দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কোনো বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউ.জি.সি. উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতি সমুন্নত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। বছরের প্রথম দিনে সকল শিক্ষার্থীর হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্কুলগমন নিশ্চিত করা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকার ইতোমধ্যে নিশ্চিত করেছে। বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকার শিক্ষাখাত তথা উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন এবং তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন, নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিনাবেতনে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টিসহ শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি সরকার বাস্তবায়ন করে চলেছে। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য দরকার মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ প্রত্যাশা করেছিলেন। যারা স্বর্ণপদক পাচ্ছেন, নিঃসন্দেহে তারা সোনার সন্তান। আপনারা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাঙ্ক্ষিত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ব্রতী হবেন -এ আমাদের প্রত্যাশা।

আমি 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

১৭/২/২০২০
মোঃ মাহবুব হোসেন